মেহেরপুরে হোম কোয়ারেন্টাইনে ২১ প্রবাসী

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সংক্রমণ এড়াতে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ২১ জন প্রবাসীকে মেহেরপুরে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আওতায় ১৬ জন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আওতায় ৩জন ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আওতায় ২ জন। এদের মধ্যে একজনের ১৪ দিন শেষ হওয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, সাম্প্রতিক সময়ে সিঙ্গাপুর থেকে আসা সাতজন, মালয়েশিয়া থেকে চারজন, সৌদি আরব, কাতার, পর্তুগাল, ইটালি ও বাহারাইন থেকে একজন করে প্রবাস ফেরত ব্যক্তিকে রাখা হয়েছে হোম কোয়ারেন্টাইনে। তবে এখনো পর্যন্ত করোনার কোন লক্ষণ তাদের শরীরে পাওয়া যায়নি।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের বঙ্গবন্ধু‘র জন্মশতবার্ষিকী পালন

গাছের চারা রোপন, র্যালী ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মধ্যে দিয়ে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ফয়েজুল বারীর নেতৃত্বে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি প্রধান প্রধান শহর প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। পরে কলেজ প্রাঙ্গণে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ মিলে গাছের চারা রোপন করেন।

এ সময় অন্যদের মধ্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক শামিমুল কবির, রঞ্জিত কুমার, শেখ ফরিদ আহমেদ, আব্দুল কাদের, মনোয়ারুল ইসলাম, মাসুদুল আলম,নিবাস চন্দ্র দাস, আলমগীর হোসেন, মো:আলী, মীর মোক্তার হোসেন সহ কলেজের শিক্ষার্থীরা।

মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালিত

মুজিবনগরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের শতবর্ষপূর্তি পালন করা হয়েছে।
এ উপলক্ষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মুজিবনগর সৃতিসৌধে ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন করা হয়।

এ সময় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস,উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রেজওয়ান আহম্মেদ, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেনসহ উপজেলা পরিষদের সকল দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও রাজনৈতিক নেতৃবন্দ উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে ৩১ বার তোপদ্ধনির মধ্যে দিয়ে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়।

গাংনীতে জাতির জনকের জন্মদিনের আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যক্রম শুরু হয়েছে

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনির মধ্যে দিয়ে মেহেরপুরের গাংনীতে জাতির জনকের জন্মদিনের আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার জাতির জনকের প্রতিক্রিতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক এম এ খালেক,উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান,সাবেক এমপি মো: মকবুল হোসেন,গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান সহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সরকারী কর্মকর্তা।

পরে বিভিন্ন সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

দৃষ্টি কেড়েছে কলা পাতার ঘর

ইট পাথর আর প্লাষ্টিক নির্ভর যুগের সাথে তাল মেলাতে না পেরে অনেক কিছুর বিলুপ্তি ঘটলেও অনেকেই সখ করে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন আদি কিছু দৃষ্টি নন্দন নমুনা। তারই সুত্রধরে কলা পাতায় তৈরী করেছেন বসতবাড়ী ও চায়ের দোকান।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা উত্তরপাড়া গ্রামের চা দোকানদার তুহিন মিয়া। দীর্ঘদিন থেকে চায়ের ব্যাবসা করেন। এলাকায় এক সময় কলা পাতা আর তাল পাতার ঘর দেখে মুগ্ধ হতেন। মানুষের পছন্দের ভিন্নতা থাকলেও কলা পাতার ঘরে থাকতে পছন্দ করেন চা দোকানি তুহিন মিয়া। তালপাতা আর কলা পাতার ঘরে তাকে মুগ্ধ করতো। কালের পরিবর্তনে তাল গাছ প্রায় বিলুপ্তির পথে। তাই তিনি কলা পাতার ঘর বেঁধেছেন। ঘরের চারিদিক ঘিরে দিয়েছেন কলা পাতায়। উপরে

ছাঁউনি দিয়েছেন পাট কাঠি ও পলেথিন কাগজ। ঘরের ভিতরে কলা পাতার বেড়া দিয়েই করা হয়েছে নানা ধরনের কারুকাজ।

এলাকাবাসীরা জানায়, দরিদ্রতার কারনে মানুষ এক সময় দামি ছাউনি না দিতে পেরে বসবাসের জন্য কলা পাতার বেড়া দিয়ে ঘর নির্মান করতেন। মানুষ সে দারিদ্রতা থেকে বেরিয়ে এসে যুগের সাথে তাল মেলাতে ইট পাথর টালিসহ ঢেউটিন দিয়ে ঘর নির্মাণ করছেন অনেকেই। আধুনিক ও প্রতিযোগীতার এই যুগেও অর্ধযুগ থেকে কলা পাতার ঘর তৈরী করে ব্যবসাসহ বসবাস করছেন তুহিন মিয়া।

অন্যান্য দোকানের চেয়ে তুহিন মিয়ার কলাপতার ঘরে অনেক মানুষ ভীড় জমায়। তুহিন মিয়া জানায় আমাদের বাবা দাদারা কলা পাতাসহ বিভিন্ন পাতা দিয়ে ঘর নির্মাণ করতেন। আমি বাবা দাদাদের সেই পুরানো স্মৃতি বা ঐতিহ্য ধরে রাখতেই নির্মাণ করেছি কলা পাতার ঘর। এটা আমার অন্যরকম অনুভুতি।

জমি অধিগ্রহনের প্রতিবাদে মুজিবনগরবাসীর মানববন্ধন

মেহেরপুরের মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের পশ্চিম ও পূর্ব পাশের জমি অধিগ্রহনের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচী পালন করেছে এলাকাবাসী।
সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুেও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্ত্বরের সামনের সড়কে এ কর্মসূচী পালন করা হয়।

মাববন্ধনে ভূক্তভোগীরা বলনে, সরকার মুজিবনগর কমপ্লেক্সের পাশে

প্রায় ৫০ একর জমি অধিগ্রহনের সীদ্ধান্ত নিয়েছে। যেখানে প্রায় ১৫০টি পরিবারের বাস। এ জমি অধিগ্রহনের ফলে তারা গৃহহীন হয়ে পড়বে। এতে ন্যায্য মূল্য থেকেও বঞ্চিত হবেন তারা। জমি অধিগ্রহন না করার দাবী তাদের।

ভূক্তভোগীরা আরও বলনে, ভবরপাড়া মৌজা মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের ১ নম্বর গেটে পশ্চিম ও পূর্ব উভয় পাশে বসবাসরত জনসাধারণ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। গত ১৪ ই মার্চ ২০১৯ তারিখে হঠাৎ করে আমাদের ঘর বাড়ি সহ জমি জায়গা অধিগ্রহণ করার জন্য সার্ভেয়ার জমি পরিমান করতে যান এবং মাপ যোগ করেন। কয়েকদিনের মধ্যে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নোটিশ আসবে বলে অবগতি করেন কর্তৃপক্ষ।

তারা আরো জানান, এই খবর পেয়ে স্থানীয় জনগণ খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম বাদ দিয়ে পাগলের মত আর্তনাদ করছে। আমাদের ঘরবাড়ি জমি-জায়গা হারিয়ে কোথায় যাবো কোথয় থাকবো এই নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে এলাকাবাসী। আমাদের একটাই দাবি যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাছে তিনি গরীব মানুষের জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছেন ঠিক তখন আমাদের ঘরবাড়ি জমি-জায়গা হারাতে হচ্ছে।

তারা জানান, অধিগ্রহণ করা হলে আমাদের পবিত্র সংবিধানে সংরক্ষিত জনগণের মৌলিক অধিকার অন্ন,বস্ত্র,বাসস্থান,শিক্ষা চরমভাবে বিপদগ্রস্থ হবে। আমাদের বসত বাড়ি জমি জায়গা অধিগ্রহণ না করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি।

এসময় সিহাব উদ্দিন, বিমান মল্লিক, ইসার উদ্দিন, শিরিনা আক্তার, নাজমা আক্তার শতশত মহিলাসহ গ্রামবাসীরা মানববন্ধনে অংশ নেন।

মানববন্ধন শেষে গ্রামবাসীরা তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো; তৌফিকুর রহমান স্মারকলিপি গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ^◌াস দেন।

এদিকে এ ব্যাপারে আরডিসি ডা. মিনহাজুল ইসলাম জানান, প্রধানমন্ত্রীর প্রুতিশ্রুতি অনুযায়ী যে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ সেই লক্ষে সরকারী পরিপত্রে জমি অধিগ্রহনের কথা বলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী মাপযোগ চলছে। জমির সম্ভাব্য মূল্য যাচায় বাছায় করা

হবে। সরকারি নিয়ম মেনেই জমি অধিগ্রহন করা হবে বলেও তিনিন জানান।

মেপ্র/ইএম

বাঁশের তৈরি ঘরে পাটি বিছিয়ে পাঠ দান

মেহেরপুর সদর উপজেলার সাহেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষের অভাবে বাঁশের তৈরি একটি ঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে পাঠ করাতে হচ্ছে। শুকনো মৌসুমে পাঠ দান করানো গেলেও শীত ও বর্ষা মৌসুমে অসুবিধায় পড়তে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের।

১৯৩৫ সালে প্রতিষ্টিত এই বিদ্যালয়টির ভবনের কক্ষ রয়েছে চারটি। এর মধ্যে একটি ক্ষ অফিস। বাকি চারটিতে পাঠদান করানো হয়। এক শিফটের বিদ্যালয় হওয়াতে কোন না কোন ক্লাসের শিক্ষার্থীদের বাশের বেড়া দিয়ে তৈরি ওই কক্ষে মেঝেতে পাটি বিছিয়ে পাঠ দান করা তে হয়। দির্ঘদিন ধরে এ সমস্যা সমাধানের জন্য লিখিত আবেদন করা হলেও এখনো পর্যন্ত কোন সমাধান হয়নি।

শনিবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বহু পুরাতন বিদ্যালয়টিতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাত্র ৬১ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষক রয়েছেন চার জন। শ্রেণী কক্ষ সংকটের কারণে গ্রামবাসীরা বিদ্যালয় মাঠে বাঁশের বেড়া দিয়ে একটি ক্লাস রুম বানিয়ে দিয়েছেন। সেখানেই পাটি বিছিয়ে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। কখনো কখেনো অন্য ক্লাসের শিক্ষার্থীদেরও পাঠ দান করানো হয়।

বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র হৃদয় জানান, ক্লাস রুম না থাকায় আমাদের পাটিতে বসে ক্লাস করতে হয়। অন্যান্য ক্লাসের সবাই বেঞ্চে বসে ক্লাস করে। আমাদের ক্লাস রুম হলে ভাল হয়।

বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মনিরা জাহান জানান, এখন এই রুমে পাটি বিছিয়ে ক্লাস নেওয়া গেলেও বর্ষা ও শীত মৌসুমে ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয় না।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গিয়াস উদ্দিন বিদ্যালয়ে না থাকলেও মোবাইলে ফোনে জানান, শ্রেণী কক্ষ সংকটের কারণে দির্ঘদিন ধরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের চরম ভোগান্তী পোহাতে হচ্ছে। শ্রেণী কক্ষ সংকটের বিষয়টি উর্ধ¦তন কর্তৃপক্ষকে বারবার লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন ফল পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দিন জানান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে বিদ্যালয়টির ভবন নির্মানের জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আশা করি দ্রুততম সময়ের মধ্যে মধ্যেই বরাদ্দ পাওয়া যাবে।

সুত্র-যুগান্তর

সাংবাদিক পোলেনের বাড়িতে হামলাসহ সারাদেশে সাংবাদিকদের নির্যাতনের ঘটনায় সম্পাদক পরিষদের উদ্বেগ প্রকাশ

বাংলাদেশ প্রতিদিনের মেহেরপুর প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রতিদিন’র সাবেক সম্পাদক মাহবুবুল হক পোলেনসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের ওপর সাম্প্রতিক হামলা ও নির্যাতনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংবাদপত্র সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদ। একইসঙ্গে মধ্যরাতে ভ্রাম্যমাণ আদালত দিয়ে সাংবাদিককে গ্রেফতার, কারাদণ্ড ও জরিমানা, নির্যাতনের ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে।

রবিবার পরিষদের পক্ষে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন সম্পাদক পরিষদের সভাপতি মাহফুজ আনাম ও সাধারণ সম্পাদক নঈম নিজাম।

বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, কিছুদিন ধরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাংবাদিক আটক ও নির্যাতনের খবর

প্রকাশিত হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলা ট্রিবিউনের কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি আরিফুল ইসলামকে পুলিশ মধ্যরাতে আটক করার পর রাতেই এক বছরের সাজা দিয়ে তাকে কারাগারে পাঠায়। এটা শুধু নিন্দনীয়ই নয়, দুঃখজনক ও পীড়াদায়কও বটে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, মধ্যরাতে এভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত দিয়ে সাংবাদিক গ্রেফতার, কারাদণ্ড ও জরিমানা, নির্যাতনের ঘটনায় সম্পাদক পরিষদ বিস্মিত। আমরা আরিফুলের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহারের দাবি করছি। কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসককে প্রত্যাহারের পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

এছাড়া ঢাকার সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলের নিখোঁজের ঘটনায় সম্পাদক পরিষদ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা আশা করবো কাজলকে খুঁজে বের করে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। সম্পাদক পরিষদ বাংলাদেশ প্রতিদিনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মাহবুবুল হক পোলেনের ওপর হামলা, তার বাড়িঘর ভাঙচুরের ঘটনায়ও নিন্দা জানিয়েছে।

গাংনী পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে নির্মানাধীন ভবন ভাঙ্গার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে নির্মানাধীন দুটি পাকা ঘরের আংশিক ভাঙ্গার অভিযোগ উঠেছে।

রবিবার দুপুরে গাংনী থানাপাড়া ও পৌরসভা সংলগ্ন দুটি নির্মানাধীন ভবনের কিছু অংশ ভেঙ্গে দেন তিনি। এ ঘটনায় ভবনের মালিক সহ কয়েকজন কাউন্সিলর ও পৌর মেয়র পাল্টা পাল্টি অভিযোগ করেন।

গাংনী থানাপাড়ার ঘর মালিক পাকুড়িয়া গ্রামের ইমাদুল ইসলাম ও পৌরসভা সংলগ্ন গোপালনগর গ্রামের গোলাম হোসেনের মেয়ে মিতা খাতুন জানান, বিধি মোতাবেক পৌরসভা থেকে অনুমোদন নেওয়ার পরও

মেয়রের দাবিকৃত টাকা না দেওয়ার কারনে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে।

এসময় নির্মান শ্রমিকদের গুলি করে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন তারা।

৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম বলেন, মেয়র নিয়ম নীতিকে তোয়াক্কা না করেই গায়ের জোরে ঘর ভেঙ্গে দিচ্ছেন। প্রতিবাদ করতে গেলে গুলি করে মারার হুমকি দিচ্ছে।
৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নবীর উদ্দীন বলেন, মেয়র আশরাফুল ইসলাম গোপনে নির্মানাধীন ঘর মালিকের কাছে টাকা চাইছে টাকা না দিলে ঘর ভেঙ্গে দিচ্ছে।

এভাবে অত্যাচার করলে ভবন মালিক ও জনগর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। ক্ষতিগ্রস্থরা মামলা করতে চাইলে তাদের সহযোগিতা করা হবে বলে আশ্বাস দেন কাউন্সিলর গণ।

৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বদরুল আলম, ভবন নির্মান সহ যে কোন সমস্যা থাকতে পারে। সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সেটা সমাধান না করে মেয়র বন্দুকের নল দিয়ে সব কিছু করতে চাই।

গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, নকশা বা ডিজাইন মোতাবেক কাজ না করার কারনে দুটি ঘরের কিছু অংশ ভাঙ্গা হয়েছে।

ইতোপূর্বে বারবার বিল্ডিং কোড মেনে ঘর নির্মানের বিষয়ে অবগত করা হলেও তারা কর্নপাত করেনি। কতিপয় কাউন্সিলরের যোগ সাজসে মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

মেহেরপুরে অবৈধ যানবাহন তৈরির কারখানা বন্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে

পুলিশ

মেহেরপুর জেলার অর্ধশতাধিক অবৈধ যানবাহন তৈরির কারখানা বন্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ। ১৫ দিনের আল্টিমেটাম শেষ হওয়ার পর অবৈধ যানবাহন তৈরি কারখানা চলমান রাখা মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়েছে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী বলেন, উচ্চ আদালতের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে সড়ক ও আঞ্চলিক মহাসড়ক থেকে অবৈধযান বন্ধে অভিযান শুরু হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশ, থানা ও পুলিশ ক্যাম্প গুলোকে এ অভিযান অব্যাহত রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যে জেলার বেশ কিছু তালিকা ভুক্ত অবৈধ যানবাহন তৈরির কারখানা বন্ধে মালিকদের ১৫ দিনের সময় দেয়া হয়েছিলো। সে সময় পার হয়েছে। জেলা প্রশাসনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষ ভ্রাম্যমাণ আদালত চালিয়ে এসব অবৈধ যানবাহন তৈরি কারখানা বন্ধ করে দেয়া হবে। এরপাশাপাশি কারখানা মালিকদের বিরুদ্ধের ব্যবস্থা নেয়া হবে। অবৈধ যান বন্ধে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

স্থানীয়দের দাবি, জেলায় অর্ধশতাধিকেরও বেশি অবৈধ নসিমন-করিমন তৈরির কারখানা আছে। গত কয়েক যুগ ধরে এসব কারখানায় অবৈধ ফিনটেস বিহীন যানবাহন তৈরি করছিল মালিকরা। সড়ক মহাসড়কে এসব অবৈধ যানবাহন চলাচল বন্ধ করা গেলে দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে আসবে। অবৈধ যানবাহন তৈরি করে অনেকেই কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন।

এদিকে নসিমন করিমন ও অবৈধ যানবাহন তৈরির কারখানা বন্ধের উদ্যোগ নেয়ায় জেলা পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাস, ট্রাক মালিক, ড্রাইভার পথচারী সহ বিভিন্ন মহল।